ঝিনাইদহে কাগজপত্র বিহিন ৪২০ বস্তা সার বোঝায় ট্রাক আটক

ঝিনাইদহে ট্রাক বোঝায় করে যশোরের নওয়াপাড়া থেকে কুষ্টিয়ায় নেওয়া হচ্ছিল ৪২০ বস্তা টিএসপি সার। কিন্তু পরিবহনের বৈধ কাগজপত্র বা চালান দেখাতে না পারায় ঝিনাইদহে ট্রাকটি আটকে দেন স্থানীয় লোকজন।

পরে খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে গিয়ে ট্রাকটি নিজেদের হেফাজতে নেয় আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী। তবে পালিয়ে যাওয়ায় চালক ও হেলপার কাউকে আটক করা সম্ভব হয়নি।

মঙ্গলবার (১০ নভেম্বর) রাত ৮টার দিকে ঝিনাইদহ-কুষ্টিয়া মহাসড়কের ঝিনাইদহ ক্যাডেট কলেজ এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। রাত ১১টা পর্যন্ত সারবোঝাই ট্রাকটি শহরের আরাপপুর এলাকায় আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর গোয়েন্দা সদস্যদের হেফাজতে ছিল।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে,রাজবাড়ী-ট-১১-০১৪১ নম্বরের ট্রাকটিতে যশোরের নওয়াপাড়া থেকে ৪২০ বস্তা টিএসপি সার বোঝাই করে কুষ্টিয়ার উদ্দেশে রওনা দেওয়া হয়। পথে ঝিনাইদহ ক্যাডেট কলেজের সামনে স্থানীয় লোকজন ট্রাকটি থামিয়ে কী পণ্য পরিবহন করা হচ্ছে জানতে চান। এ সময় চালক ও হেলপার জানান,নওয়াপাড়া থেকে সার নিয়ে কুষ্টিয়ায় যাচ্ছেন তারা।

তবে পরিবহন করা সারের মেমো বা চালান দেখতে চাইলে কোনো কাগজপত্র দেখাতে পারেননি। এতে সন্দেহ হলে স্থানীয়রা ট্রাকটি আটকে রেখে জেলা ট্রাক-লরি-ট্রাক্টর ও কাভার্ড ভ্যান শ্রমিক ইউনিয়ন এবং রাজনৈতিক নেতাদের খবর দেন। পরে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যরা ঘটনাস্থলে পৌঁছে ট্রাকটি হেফাজতে নেন।

ঘটনাস্থলে ঝিনাইদহ জেলা যুবদল নেতা সাজ্জাদুল হক মিলন বলেন,স্থানীয়রা সার পাচারের গোপন সংবাদ পেয়ে ক্যাডেট কলেজের সামনে ট্রাকটি আটক করে আমাদের খবর দেন। সেখানে গিয়ে চালকের কাছে সারের বৈধ কাগজপত্র দেখতে চাইলে তারা কোনো কাগজ দেখাতে পারেননি। ট্রাকটিতে ৪২০ বস্তা টিএসপি সার ছিল। ট্রাক শ্রমিক ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক মাজেদুল হকসহ আমরা বিষয়টি সদর থানার ওসি ও পুলিশ সুপারকে জানিয়েছি।

তিনি আরও বলেন,কিছু অসাধু ব্যক্তি সারের কৃত্রিম সংকট সৃষ্টি করে সরকারের ভাবমূর্তি ক্ষুন্ন করছে। এ কারণে সার পাচারের সঙ্গে জড়িতদের কোনো ছাড় দেওয়া উচিত নয়।

ঝিনাইদহ জেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপপরিচালক মো. কামরুজ্জামান রাত সোয়া ১০টার দিকে জানান,স্থানীয়দের মাধ্যমে সারবোঝাই ট্রাক আটকের খবর পেয়েছেন। ঘটনাস্থলে প্রশাসনের লোকজন গেছেন। তারা বিষয়টি খতিয়ে দেখছেন। বিধি অনুযায়ী পরবর্তী আইনি পদক্ষেপ নেওয়া হবে।

এ বিষয়ে ঝিনাইদহ সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. আসাদুজ্জামানের সঙ্গে একাধিকবার মুঠোফোনে যোগাযোগের চেষ্টা করা হলেও তিনি ফোন রিসিভ করেননি।

ঝিনাইদহ জেলা পুলিশের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (অর্থ ও প্রশাসন) শেখ বিল্লাল হোসেন বলেন, ট্রাকের সারের কাগজপত্র যাচাই করতে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) ও কৃষি কর্মকর্তাকে বলা হয়েছে। যাচাই-বাছাইয়ে সারগুলো অবৈধ বলে প্রমাণিত হলে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।